Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-I, October 2023, Page No.150-156
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনায় ব্যবহারিক বেদান্ত

সন্তু ঘোষ

রিসার্চ স্কলার, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
এবং
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজের শিক্ষক, ড. বি.এন.ডি.এস. মহাবিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

In this paper, I attempted to discuss Practical Vedanta philosophy of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was a powerful Vedantic philosophical thinker who introduced India's cultural legitimacy and historical pride to the world's intellectual communities for the first time. His Vedanta thought was first received from the supreme guru Sri Ramakrishna. Later he was influenced by Advaita Vedanta of Shankaracharya. He wanted to give a practical form to the theoretical concept of Advaita Vedanta. Initiated in Advaita Vedanta, Vivekananda went beyond the conventional view and explained the Vedanta principles in a new perspective and tried to show the way how the application is possible without being confined to the discussion of the theory alone. This interpretation of Vedanta is Nava-Vedanta or Practical Vedanta.

Keywords: Vivekananda, Practical Vedanta, Humanity, Advaita Vedanta, Spiritual.

"পৃথিবীতে এই মহান আদর্শের ঘোষণা প্রতিধ্বনিত হউক- কুসংস্কারগুলি দূর হউক। দুর্বল মানুষকে শুনাইতে থাক, ক্রমাগত শুনাইতে থাক: তুমি শুদ্ধস্বরূপ; ওঠ, জাগো হে মহান, এই নিদ্রা তোমার সাজে না। ওঠ, এই মোহ তোমার সাজে না। তুমি নিজেকে দুর্বল ও দুঃখী মনে করিও না। হে সর্বশক্তিমান, ওঠো জাগো সর্বপ্রকাশ কর"।

স্বামী বিবেকানন্দ

মূলবিষয়বস্তু: সমসাময়িক ভারতীয় দর্শনের অন্যতম দার্শনিক হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের জীবনদর্শন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাহলে তিনি একাধারে যেমন একজন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, অন্যদিকে তিনি একজন সমাজসেবক। আবার একজন প্রকৃষ্ট মানবতাবাদী। কারণ তার গভীর আত্মবিশ্বাস সমাজের প্রত্যেক মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। আধ্যাত্মিকতাকে সঙ্গে নিয়ে কীভাবে কর্মপ্রয়াসী হওয়া যায় তিনি তার জীবনদর্শনে দেখিয়েছেন। তিনি কর্মের মাধ্যমে বেদান্তকে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'বেদান্ত' শব্দের অর্থ বেদের অন্ত। 'বেদ' শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে 'বিদ' ধাতু থেকে যার অর্থ জানা। অতএব 'বেদ' শব্দটিকে জ্ঞান অর্থে ব্যবহার করা হয়। বেদান্ত তত্ত্বকে ভিত্তি করে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছে - দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ ইত্যাদি। এখানে 'বেদান্ত' বলতে অদ্বৈত বেদান্তকেই বোঝানো

হয়েছে। বেদান্তদর্শন যে পৃথিবীর অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবদর্শন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই তত্ত্বকে যদি মানব জীবনে প্রয়োগ না করতে পারি, তাহলে তার কোন মূল্য থাকে না। তাই বিবেকানন্দ প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে এসে বেদান্তের তত্ত্বগুলিকে কিভাবে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা যায় তা নির্দেশ দিয়েছেন। কিভাবে ব্যবহারিক জগতে কর্মকে স্বীকার করার মধ্য দিয়ে পরম সত্তাতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, সেই বিষয়ে আলোচনা করেছেন - এটিই হল ব্যবহারিক বেদান্তের প্রধান লক্ষ্য। অতএব বিবেকানন্দ অদ্বৈত বেদান্তের ভাবধারাকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার কথা বলেছেন। বিবেকানন্দ গিরিগুহা ও অরণ্যস্থিত বেদান্তকে লোকসমাজে টেনে এনেছেন- সমাজের সর্বস্তরে প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। তিনি অনুভব করেছিলেন ব্রহ্মচিন্তার দ্বারা সমাজের সকল স্তরে মানুষের উন্নয়ন হবে এবং আত্মোপলব্ধি ও আত্মশক্তি বৃদ্ধি পাবে। তাই বিবেকানন্দ দেশ-বিদেশে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মচিন্তা বা আত্মচিন্তা প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন, "অতএব বেদান্ত যদি ধর্মের আসন অধিকার করিতে চায়, তবে উহাকে একান্তভাবে কার্যকর হইতে হইবে। আমাদের জীবনের সকল অবস্থায় উহাকে কার্যে পরিণত করিতে হইবে"[১]।

'ব্যবহারিক বেদান্ত' বা 'কর্মজীবনে বেদান্ত' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ লন্ডনে চারটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, - ১০ই নভেম্বর ১৮৯৬ খ্রিঃ, ১২ই নভেম্বর ১৮৯৬ খ্রিঃ, ১৭ই নভেম্বর ১৮৯৬ খ্রিঃ, ১৮ই নভেম্বর ১৮৯৬ খ্রিঃ। এই চারটি বক্তৃতার মাধ্যমে 'ব্যবহারিক বেদান্ত'-এর ধারনাকে বিশ্ববাসীর সামনে আনেন স্বামী বিবেকানন্দ। এছাড়া তাঁর দর্শনের ভিত্তি হল উপনিষদ্, ভগবদ্-গীতা ও ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ। তিনি যুক্তি দিয়ে দেখান যে, এই সকল শাস্ত্রে মূলত তিনটি মূল তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। প্রথমত, পরম ঈশ্বরই মূল। দ্বিতীয়ত, চারটি যোগ যথা- ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও রাজযোগ - এগুলি সাক্ষাৎ ভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবে মোক্ষ লাভের উপায় বা পথ। তৃতীয়ত, জগতের সকল কিছুই ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সৎ বা প্রকৃত প্রকাশ।

কর্ম ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মানুষকে কর্ম করতেই হবে। মানুষকে নিঃস্বার্থ হয়ে কর্ম করতে হবে। অন্যের উপকার করা মানুষের ধর্ম। কারণ অন্যের উপকার করার মধ্য দিয়ে নিজের উপকার হয়। তাই প্রত্যেক মানুষকে স্বার্থত্যাগী হতে হবে। নিঃস্বার্থপরতার মধ্যে দিয়েই মানুষ ত্যাগী হয়ে উঠবে। গীতাতেও নিষ্কাম কর্মের কথা বলা আছে। গীতায় যে নিষ্কাম কর্মের কথা বলা আছে তাও ব্যবহারিক বেদান্তকে নির্দেশ করে। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেন, "এইরূপে নানাদিক হইতে দেখিলে ইহা স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, এই দর্শনের আলোকে জীবন গঠন ও জীবনযাপন করা অবশ্যই সম্ভব। আর যখন আমরা পরবর্তী কালের ভগবদ্ গীতা আলোচনা করি ইহা বেদান্ত দর্শনের সর্বোৎকৃষ্ট ভাষ্য- তখন দেখিতে পাই, আশ্চর্যের বিষয় যুদ্ধক্ষেত্রে এই উপদেশের স্থান বলিয়া নির্বাচিত হইয়াছে, সেখানেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই দর্শনের উপদেশ দিতেছেন, আর গীতার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এই মত স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে- তীব্র কর্মশীলতা; কিন্তু তাহার মধ্যে আবার চিরশান্ত ভাব। এই তত্ত্বকে "কর্মরহস্য" বলা হইয়াছে, এই অবস্থা লাভ করাই বেদান্তের লক্ষ্য"[২]।

অদ্বৈত বেদান্তে বলা হয় জগৎ হল ব্রহ্মময়। তাই জগতের সকল মানুষ ব্রহ্মচিন্তার অধিকারী। আত্মচিন্তা মুখ্য অধিকার না হোক, গৌণ অধিকার আছে। কারণ সকলেই আত্মা, সকলেই ব্রহ্ম। বিবেকানন্দ বলেছেন, "আত্মার মহিমায় বিশ্বাস স্থাপন না করাকেই বেদান্ত নাস্তিকতা বলে। বেদান্ত দৃঢ়ভাবে বলেন যে, প্রত্যেকেই

এই সত্য জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। আবালবৃদ্ধনিতা জাতি – ধর্মনির্বিশেষে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারে- কোন কিছুই ইহাকে বাধা দিতে পারে না, কারণ বেদান্ত দেখাইয়া দেন, উহা পূর্ব হইতেই অনুভূত হইয়াছে- পূর্ব হইতেই লব্ধ রহিয়াছে"[৩]।

বিবেকানন্দ তার দর্শনে 'Practical' কথাটি বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি দেখাতে চেয়েছেন বেদান্তের প্রায়োগিক দিকটা।

অদ্বৈত বেদান্তের চরম লক্ষ্য হলো আত্মোপলব্ধি। সেই আত্মোপলব্ধির জন্য মুক্তিকামী ব্যক্তিকে বিধান পালন করতে হয়। শংকরাচার্য বলেন সাধারণ চতুষ্টয় সম্পন্ন ব্যক্তি বেদান্তের মুখ্য অধিকারী, তেমনি গৃহস্থাদির গৌণ অধিকারও স্বীকার করেছেন তিনি। বিবেকানন্দ বলেন আত্মচিন্তা বা ব্রহ্মচিন্তা সমাজে সকলের স্তরে মানুষ করতে পারে। ধর্মচিন্তা বিষয় সকলের অধিকার আছে। কারণ কর্মজীবনেও ব্যবহারিক জীবনেও বেদান্তের উপদেশ প্রয়োজন ও উপযোগিতা আছে। ব্যবহারিক জীবনে সবসময় আত্মচিন্তার ফল ভালো হয়। ব্রহ্মচিন্তার দ্বারা প্রত্যেকটি মানুষ উপকৃত হয়। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেন, "যদি সাংসারিক ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত কর; টাকা তোমার নিকট আসিবে। যদি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইতে ইচ্ছা কর, তবে অদ্বৈতবাদকে সেই দিকে প্রয়োগ কর, তুমি মহামনীষী হইবে। যদি তুমি মুক্তি লাভ করিতে চাও, তবে আধ্যাত্মিক ভূমিতে এই অদ্বৈতবাদ প্রয়োগ করিতে হইবে - তাহা হইলে তুমি মুক্ত হইয়া যাইবে, পরমানন্দ সরূপ নির্মাণ লাভ করিবে। এই টুকু ভুল হইয়াছিল যে, এতদিন অদৈতবাদ কেবল আধ্যাত্মিক দিকেই প্রযুক্ত হইয়াছিল - অন্য কোন ক্ষেত্র হয় নাই। এখন কর্মজীবনে উহা প্রয়োগ করিবার সময় আসিয়াছে"[৪]। ব্রহ্মচিন্তা যে আমাদের কর্মজীবনে উপলব্ধি করতে হবে সে বিষয়েও বিবেকানন্দ বলেছেন,- "জেলে যদি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভালো মৎস্যজীবী হইবে; ছাত্র যদি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভালো বিদ্যার্থী হইবে, উকিল যদি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে ভালো আইনজ্ঞ হইবে। এভাবে অন্যান্য সর্বত্র"[৫]।

ব্যবহারিক বেদান্তের দ্বিতীয় অর্থ হল বেদান্তের যে সাধন- শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান ও তপস্যা ব্রহ্মচার্য ইত্যাদি পালন। অদ্বৈত বেদান্তের এই সাধনের দিকটি হল অভ্যাস সাপেক্ষ অর্থাৎ 'Practical' দিক। এইসব সাধন গুলি আমরা অভ্যাস করি তাহলে উপকৃত হব। যদি আমরা এই সাধন গুলি তাত্ত্বিক দিক নিয়ে পড়ে থাকি তাহলে আমাদের ব্যবহারিক কোন বিকাশ হবে না শুধুমাত্র বুদ্ধির ব্যায়াম হবে। ফলত আমরা আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে পারব না। তাই বিবেকানন্দ বলেছেন এই সাধনগুলিকে ব্যবহারিক জীবনে অভ্যাস সাপেক্ষ করার পরামর্শ দিয়েছেন ।

বিবেকানন্দ ব্যবহারিক বেদান্ত বা Practical বেদান্ত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'কার্যকর' কথাটির উল্লেখ করেছেন। 'কার্যকর' কথার অর্থ হল আয়ত্ত করা। বিবেকানন্দের এইরূপ বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে বেদান্তের তত্ত্ব আয়ত্ত করা অসম্ভব নয়। যদি আমরা বেদান্ততত্ত্ব উপলব্ধি করি এবং অভ্যাসে পরিণত করি তাহলে আমাদের আয়ত্ত করা সম্ভব। এই বিশেষ অর্থে বিবেকানন্দ 'Practical' বা 'কার্যকর' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, "আদর্শ অবশ্যই বাস্তব হইতে- যাহাকে আমরা কার্যকর বলিতে পারি তাহা হইতে অনেক উচ্চে"[৬] । "Vivekananda says that, "The highest Advaitism cannot be brought down to practical life"[৭].

বিবেকানন্দ ব্যবহারিক বেদান্ত বা Practical বেদান্তের অর্থ করেছেন 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা' এই মন্ত্র বিবেকানন্দ লাভ করেছিলেন তার পরম গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে।

"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মনপ্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজছি ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"[৮]।।

শিবজ্ঞানে জীবের সেবা সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনের একটি প্রকৃষ্ট লক্ষণ। বিবেকানন্দ বলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ঈশ্বর বাস করেন তাই প্রত্যেককে ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করতে হবে। যদি মানুষ মানুষকে ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করে তাহলেই সে মুক্তি লাভ করবে এবং ঈশ্বর দর্শন করবে। অদ্বৈত বেদান্তে একই কথা বলা আছে 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের অতিরিক্ত কিছু নয়। এই প্রকার মনোভাব নিয়ে জীব সেবা করা হল ব্যবহারিক বেদান্ত। এই বিষয়ে বিবেকানন্দ বলেন, "প্রত্যেক নরনারীকে- সকলকেই ঈশ্বরদৃষ্টিতে দেখিতে থাকো। তোমরা কাহকেও সাহায্য করিতে পার না, কেবল সেবা করিতে পারো। প্রভুর সন্তানদের, যদি সৌভাগ্য হয় তবে স্বয়ং প্রভুর সেবা কর। তোমরা ধন্য যে, সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ, অপরে পায় নাই। উপাসনাবোধে ঐটুকু কর। তোমার আমার জীবনের ইহাই শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য যে, আমরা প্রভুকে এই সকল বিভিন্ন রূপে সেবা করিতে পারি"[৯]।

বিবেকানন্দ অদ্বৈত বেদান্তের ব্যবহারিক দিকটি প্রকাশ করতে গিয়ে যোগের কথা বলেছেন। 'যোগ' শব্দটি বিবেকানন্দ দুটি অর্থে ব্যবহার করেছেন; একটি অর্থ হচ্ছে যুক্ত বা যোগ হওয়া, আরেকটি অর্থ হচ্ছে শৃংখল। তিনি নব্য বেদান্তে চারটি যোগের কথা বলেছেন, - রাজযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ। এই চারটি যোগের মাধ্যমে তিনি ব্যবহারিক বেদান্তকে মানুষের মধ্যে প্রকাশ করেছেন।

জ্ঞানযোগ: বন্ধনের মূল হচ্ছে অবিদ্যা। বিবেকানন্দ বলেন, অবিদ্যার জন্য আমরা বস্তুর আসল স্বরূপকে জানতে পারি না। অবিদ্যার ফলে আমরা সৎবস্তু ও অসদ্ বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারি না। এর জন্যই জ্ঞান মার্গের বা জ্ঞানযোগের প্রয়োজন। কারণ জ্ঞানের দ্বারাই সৎবস্তু ও অসদ বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করা যায় এবং বস্তুর আসল স্বরূপকে জানতে সাহায্য করে। আর আত্মজ্ঞানের জন্য ধ্যান করতে হবে। ধ্যানের মাধ্যমে জ্ঞান উদিত হলে সকল প্রকার কামনা-বাসনা বিনষ্ট হয়। নিজের প্রতি সংযম আসে। বিবেকানন্দ মতে, আত্মোৎসর্গ জ্ঞানযোগ অনুশীলনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। আত্মোৎসর্গ ফলে আমাদের আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের স্পৃহা জাগে। জ্ঞানযোগের ফলে আত্মা ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান চলে যায় এবং মুক্তিকামীর একত্বের উপলব্ধি হয়।

ভক্তিযোগ: বিবেকানন্দের মতে ভক্তি বা প্রেম হলো মানুষের স্বাভাবিক বিষয়। প্রেমের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে জানার একটি পথ হল ভক্তিযোগ। নারদ তদীয় 'ভক্তিসূত্র'-এ বলা হয়েছে, - 'ভগবান পরমপ্রেমই ভক্তি'। ভক্তিযোগ পরম পরিচয় অর্জনের জন্য ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত, অকৃত্রিম এবং অবিরাম ভালোবাসা বা প্রেম প্রয়োজন। ভক্তিযোগ হল বিশুদ্ধ প্রেমের পথ, সেই প্রেম হল অসীম ও মহত্তম। স্বামীজি বলেন, প্রেমের দ্বারাই ঈশ্বরের উপলব্ধি সম্ভব। বিবেকানন্দ বলেন, "ভক্তিযোগ প্রেমের এই উচ্চতম বিকাশের বিজ্ঞানস্বরূপ। উহা আমাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার, প্রেমকে যথার্থ পথে পরিচালনা করিবার, উহাকে একটি নতুন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার এবং উহা হইতে শ্রেষ্ঠ ফল - আধ্যাত্মিক শান্তি ও আনন্দ লাভ করিবার উপায় প্রদর্শন করে।

ভক্তিযোগ বলে না - ত্যাগ কর বা ছাড়িয়া দাও; শুধু বলে - ভালোবাসো, সেই উচ্চতম আদর্শকে ভালোবাসো। যাহার প্রেমে আজ পথ ঐরূপ, সর্বপ্রকার নীচভাব স্বভাবতই তাহার মন হইতে অন্তর্হিত হইবে"[১০]।

কর্মযোগ: কর্ম শব্দটি 'কৃ' ধাতু থেকে উৎপন্ন। 'কৃ' ধাতুর অর্থ হল করা। কোন কিছু করাই হলো কর্ম। কিন্তু কর্মযোগে আমাদের 'কর্ম' শব্দটি কেবল 'কাজ' অর্থেই ব্যবহার করতে হয়। কর্মযোগে মানুষকে কর্মের জন্য কর্ম করতে শেখায়। একজন কর্মযোগী কাজ করে কারণ কাজ করা তার স্বভাব। মানব জাতিকে কর্মের মাধ্যমে বেঁচে থাকতে হয়। বিবেকানন্দ নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করার কথা বলেছেন। নিঃস্বার্থ কর্মের মাধ্যমে একজনের মন পবিত্র হয় এবং সে তার প্রকৃত স্বরূপ কে জানতে পারে। বিবেকানন্দ বলেছেন "কর্মেই আমাদের অধিকার, ফলে নয়' - ফল যাহা হইবার হউক। ফলের জন্য চিন্তা কর কেন? কোন লোককে সাহায্য করিবার সময় তোমার প্রতি সেই ব্যক্তির মনোভাব কিরূপ হইবে, সেই বিষয়ে চিন্তা করিও না। তুমি যদি কোন মহৎ বা শুভকার্য করিতে চাও, তবে ফলাফলের চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইও না"[১১]। এইরূপ কর্ম করলে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং তিনি নিজেকে সব কিছুর সঙ্গে অভিন্ন বা এক বলে মনে করেন। এটি অমরত্ব উপলব্ধি।

রাজযোগ: রাজযোগ হল যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগ। রাজযোগের লক্ষ্য হলো ঈশ্বরের সাথে ঐক্যের উপলব্ধি। এই যোগের মধ্যে দিয়ে মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। ফলে যে কোন বিষয়ে জ্ঞানও আয়ত্ত করতে সাহায্য করে। বিবেকানন্দ বলেছেন যে, এই পদ্ধতিটি দুর্বলদের জন্য নয়। কারণ নিজের প্রতি অগাধ বিশ্বাসের প্রয়োজন। আর এর জন্য প্রয়োজন মানসিক ও শারীরিক শক্তি। নিজের প্রতি বিশ্বাস এবং মানসিক ও দৈহিক শক্তি ধীরে ধীরে যোগীকে সম্পূর্ণ একাগ্রতার অনুশীলন করতে সক্ষম করে তোলে, ফলে ঈশ্বরের সাথে তাঁর ঐক্যের উপলব্ধি হয়। এটি অমরত্বের উপলব্ধি হয়।

বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্তের ধারণার ও শংকরাচার্য তাত্ত্বিক বেদান্তের ধারণা স্বরূপত এক হলেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। বিবেকানন্দের তত্ত্বে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করতে পারি - একটি হল জগতের সকল বস্তুর মধ্যেই ঈশ্বর আছেন, যেটি একটি সর্বেশ্বরবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই জগতে কোন কিছুই একবারে তুচ্ছ বা অর্থহীন নয়। ব্যবহারিক বেদান্ত জগতে কোন কিছুকেই অর্থহীন রূপে গণ্য করে না। কিন্তু শংকরাচার্য জগতকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করেছেন। এক্ষেত্রে শংকরাচার্যের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লক্ষণীয়। বিবেকানন্দ বেদান্তের মূল মহাবাক্য "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সর্বেশ্বরবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সকল কিছুই ব্রহ্ম। সকল জায়গা বা স্থানেই ঈশ্বর আছেন। ভালো-মন্দ জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি কোন কিছুই অস্তিত্বশীল নয়, একমাত্র এক অনন্ত ব্রহ্ম অস্তিত্বশীল। বিবেকানন্দের মতে, উপনিষদের বাক্য 'সকল কিছুই ব্রহ্ম' এর মধ্যে অদ্বৈত বেদান্তের সূক্ষ্মতা নিহিত হয়ে আছে। সেটি হল - জগতের সকল কিছুই হল সেই এক ও অনন্ত বহ্মের সৎ প্রকাশ। শংকরাচার্যের কাছে, 'সকল কিছুই ব্রহ্ম' - এই বাক্যের অর্থ হল ব্রহ্মের অতিরিক্ত অন্য কোন কিছুই অস্তিত্বশীল নয়। অবশ্যই এখানে বলতে হবে বিবেকানন্দ দর্শনে জগতকে গুরুত্ব দিলেও, শংকরের অদ্বৈতবেদান্তে জগতের স্থান প্রায় নেই বললেই চলে।

পরিশেষে বলা যায়, স্বামীজীর ব্যবহারিক বেদান্ত সম্পর্কিত বক্তৃতার মধ্যে, উপনিষদীয় বেদান্তের সর্বেশ্বরবাদী অধিবিদ্যক তত্ত্ব থেকে ভালোবাসা ও সেবা বিষয়ক একটি ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা বা নীতিতত্ত্ব

কিভাবে গঠিত হয় তা আলোচনা করেছেন। আসলে স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল এটি দেখানো যে, নৈতিকতার চরম আদর্শ এবং নিঃস্বার্থপরতা একসঙ্গে চলে এবং এই ধারণা সঙ্গে চরম অধিবিদ্যক ধারণা 'সকল কিছুই ব্রহ্ম' এই ধারণা মিশ্রিত হয়ে আছে। বিবেকানন্দ কিভাবে সর্বেশ্বরবাদী অধিবিদ্যক ধারণাটি থেকে নৈতিকতা নিঃসৃত হয় তা দেখাতে গিয়ে বিস্তারিতভাবে বলেন পূজার্চনা করার থেকে বেশি ব্যবহারিক হল -আমাদের উপলব্ধি যে, প্রত্যেক জীবে ঈশ্বর বিরাজমান।

স্বামী বিবেকানন্দ শঙ্করাচার্যের বেদান্তের ব্যবহারিক রূপ দিয়েছেন। শঙ্করাচার্যের উচ্চমার্গের বেদান্তের ধারণাকে সাধারণ মানুষের উপযোগী করে তুলেছেন। তিনি বুঝিয়েছেন বেদান্তের ধারণা খুব কষ্টসাধ্য নয়, যদি আমরা আয়ত্ত বা অভ্যাসে পরিণত করতে পারি তাহলে মানবজাতির উপকার হবে। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন মানুষের মধ্যে ঈশ্বর বাস করেন। তাই তিনি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে বলেছেন, 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' এটি একটি ব্যবহারিক বেদান্তের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। প্রত্যেক মানুষ যদি এইভাবে কর্ম করে তাহলে একটি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সমাজ গড়ে উঠবে। মানুষ তখন আরও কর্মে প্রবৃত্ত হবে। স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন মানুষ তার সংকীর্ণতা ও দুর্বলতা ত্যাগ করে কর্মপ্রয়াসী হোক। কারণ কর্মের মাধ্যমে মানুষের মুক্তি হবে। স্বামী বিবেকানন্দ ব্যবহারিক বেদান্তের ধারণার মধ্যে দিয়ে এক অসীম মেলবন্ধন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে শংকরাচার্যের উচ্চমার্গের বেদান্তের ধারণার সঙ্গে কর্মজীবনে বেদান্তের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। তিনি বারে বারে বলেছেন, উচ্চমার্গের বেদান্তের ধারণাকে ব্যবহারিক জীবনে আনতে হবে এবং সাধারণ মানুষের উপযোগী করতে হবে। যা স্বামী বিবেকানন্দের 'ব্যবহারিক জীবনে বেদান্ত' বা 'ব্যবহারিক বেদান্ত' ধারনার মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে। ফলস্বরূপ সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ উপকৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যৎও হবে।

তথ্যসূত্র :

১. স্বামীজির বাণী ও রচনা(দ্বিতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত, পৃ. ১৬৭।

২. তদেব – ১৬৮।

৩. স্বামীজির বাণী ও রচনা(দ্বিতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত, পৃ. ২২৩।

৪. স্বামীজির বাণী ও রচনা(পঞ্চম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত, পৃ. ৩৩৪।

৫. স্বামীজির বাণী ও রচনা(পঞ্চম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত, পৃ. ১৩৭।

৬. স্বামীজির বাণী ও রচনা(ষষ্ঠ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত, পৃ. ১২২।

৭. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VI, Advaita Ashrama, Calcutta, Seventh Edition(1963),P.122.

৮. স্বামীজির বাণী ও রচনা(ষষ্ঠ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত, পৃ. ২৬৯।

৯. স্বামীজির বাণী ও রচনা(পঞ্চম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত, পৃ. ১৩৯।

১০. স্বামীজির বাণী ও রচনা(চতুর্থ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত, পৃ. ৪১।

১১. স্বামীজির বাণী ও রচনা(প্রথম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত, পৃ. ৪২ ।

গ্রন্থপঞ্জী :

১. Datta, Dilip. Swami Vivekananda : On Life to Budget, published by BEE books, Kolkata 700009, India.

২. সরকার, অর্ধেন্দু. বিবেকানন্দের ভবিষ্যৎবাণী, পুস্তক বিপনি, কলকাতা ৯।

৩. বিবেকানন্দ, স্বামী, আমার ভারত অমর ভারত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড় মঠ, কলকাতা – ৭০০০১৪।

৪. Lal, Kumar Basant, Contemporary Indian Philosophy, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd. 1973.

৫. জগদীশ্বরানন্দ, স্বামী, শ্রী মদ্ভগবদ্- গীতা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা- ৭০০০৩০।

৬. বিবেকানন্দ, স্বামী, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (প্রথম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা-৩।

৭. বিবেকানন্দ, স্বামী, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দ্বিতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা-৩।

৮. বিবেকানন্দ, স্বামী, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (তৃতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা-৩।

৯. বিবেকানন্দ, স্বামী, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (পঞ্চম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা-৩।

১০. বিবেকানন্দ, স্বামী, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা-৩।

১১. বিবেকানন্দ, স্বামী, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা-৩।